

দীক্ষা

দীক্ষা কি? দীক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যকতা কোথায়?

দীক্ষা সর্বকার্যে শুদ্ধিকারক। অদীক্ষতি কোন ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিকতার যেকোন কার্য করুক না কেন? তৎসমুদয়রে কোন মূল নহে। তাই প্রত্যেকে দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। দীক্ষা ব্যতীত কোন ভক্তকে ভগবান নজিও দর্শন দেন না তা শাস্ত্রে বধিতি আছে। অর্থাৎ যে বদ্বিষা দানরে মাধ্যমে বমিল জ্ঞান (মলমুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান এর পথ) লাভ হয় এবং বহু জন্মরে কর্ম বাসনা (আরাধ + সঞ্চিত কর্ম) কষয় বা নষ্ট এর পথ লাভ হয় তাকেই "দীক্ষা" বলে । "দীক্ষা" শুধু কোনো কান মন্ত্র দোয়া-নোয়া এর নাম নয় , পরম মুক্তির মূল পথ এর প্রথম প্রবশে বলা হয় ।

তাই "দীক্ষা" ছাড়া পরম মুক্তির মূল পথ এর প্রবশে অধিকার হয় না , তাই শাস্ত্রানুসারে মূল দীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা দীক্ষা না পলে তাকে দীক্ষা পাওয়া বলে না ।

ওটাকে কল্পনা রূপ দীক্ষা (কাল্পনিক দীক্ষা) বা দীক্ষা এর নাম প্রতারণা বলে ।

তাই শাস্ত্রানুসারে মূল দীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তাকে দীক্ষা পাওয়া বলে না ।

দীক্ষা কি?

দীযন্তে জ্ঞানমতযন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।

তস্মাদ্ দীক্ষতে সা প্রোক্তা মুনরিভিস্তত্ত্বদর্শভিঃ ।।

দবিষজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃত্বা পাপস্য সংক্ষয়ম্ ।

তস্মাদীক্ষতে সা প্রোক্তা মুনরিভিস্তত্ত্ববদেভিঃ ।। (রুদ্রযামল ও যোগিনী তন্ত্রে)

অনুবাদঃ যে কার্য পাপক্ষয় করিয়া দবিষ জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহাই দীক্ষা।

প্রকৃতপক্ষে দীক্ষার অর্থ বর্ণ বা শব্দ বিশেষ, শ্রবণ করা নহে। বর্ণ বা বর্ণগুলি শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্তিত আছে। সেই শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্মই বর্ণ। সেই বর্ণই ভগবানের নাম। নাম এবং নামী অভেদে, কিছুই প্রভেদে নাই। এইভাবে যাই নাম বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তাহাই দীক্ষা। যিনি নামে এবং মন্ত্র এ মন্ত্রেরে অভীষ্ট দেবতাকে এক ভাবনে, তিনি প্রকৃত দীক্ষতি। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলে শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম অভীষ্ট দেবতার না হয় এবং হৃদয়ে নজি ইষ্ট দেবতার ভাব উদ্দীপন না হয়, তবে সেইরূপে মন্ত্র বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ শব্দ প্রয়োগ না করাই শ্রয়েঃ। দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তিই মূল।

দীক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যকতাঃ

অদীক্ষতি লোকানাং দোষং শূনু বরানন।

অন্নং বিষ্ণু সমং তস্য জলং মূত্র সমং স্মৃতম্ ।

যৎ কৃতং তস্য শ্রাদ্ধং সর্বং যাতহি যধোগতম্ ।।১ (তথাহি মৎস্যরসূক্তে)

অর্থঃ অদীক্ষতি ব্যক্তি অন্ন বিষ্ণুর সমান, জল মূত্রতুল্য। তাহারা শ্রাদ্ধাদি কার্য যাহা কিছু করে, তাহা সমস্তই বৃথা।

ন দীক্ষতিস্য কার্যং স্যাৎ তপোভিন্নয়িমব্রতটৈ।

ন তীর্থ গমনে নাপি চ শরীর যন্ত্রণং।।২

অদীক্ষতি যো কুব্জন্তি তপো জপ পূজাদকাঃ।

ন ভবত ক্রিয়া তযোঃ শলিয়ামুপ্ত বীজবৎ।।৩

অর্থঃ দীক্ষা গ্রহণ না করলি কনো কার্য করবার অধিকার জন্মে না। সেই জন্ম জপ, তপ, নয়িম, ব্রত, তীর্থ, ভ্রমণ উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট দ্বারা কনো ফল দর্শবি না। যনি পরম মুক্তি লাভ করছেন সেই রকম ৩২ লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে গিয়ে - বহুদিন তার সঙ্গে করে, বহু দিন তার সেবা করে, সেই মহাপুরুষ সেবাতো সন্তুষ্ট হয়েছেন এইরকম বুঝার পরে, সময়ানুকূল দেখেই তার নকিটে "দীক্ষা" প্রার্থনা করে, তিনি যদি "দীক্ষা" দিতে সম্মত হন, তারপর তিনি যদি শাস্ত্রানুসারে আধার দেখে উপযুক্ত বদ্বি দনে তাকে "দীক্ষা" বলে।
যদি কারো শাস্ত্র অনুসারে মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে দীক্ষা না হয় তাহলে জানতে হবে যে তার এখনো দীক্ষায় হয় নি। সে জোর করে নিজের মনকে বুঝিয়ে রেখেছে যে তার কোনো জায়গায় কোনো মন্ত্র কানে পয়েছে- সেটাই দীক্ষা --- এটাকে শাস্ত্রে আত্মপ্রতারণা বলে অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারে মূল যে দীক্ষা পদ্ধতি তা হয় নিকিন্তু সে জোর করে একটা ধারণাই -কল্পনাই ধরে রেখেছে যে সে দীক্ষা নিয়েছে।

তাই শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে সত্য জেনে প্রকৃত দীক্ষা মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে নেন তবেই ওটা প্রকৃত দীক্ষা পাওয়া বলে নচেৎ ওটা একটা ভুল কাল্পনিক দীক্ষা।

অদীক্ষতিহপি মরণে রটোরবং নরকং ব্রজৎ।

অদীক্ষতিস্য মরণে পশিচত্বং ন মুঞ্চতি।।

অদীক্ষতি ব্যক্তিগিণ মৃত যদি হয়।

রটোরব নরকে বাস জানবি নিশ্চয়।।

স্কন্ধ পুরাণতে তার আছয়ে বর্ণন।

মৃত্যু পরে হবে তার পশিচে জন্ম।।

দীক্ষা মূলং জপং সর্বং দীক্ষা মূলং পরং তপঃ।

দীক্ষামাশ্রিত্য নবিসৎ কৃত্রশ্রমে বসদ্।।

জপ, তপ, তন্ত্র, মন্ত্র, দীক্ষা মূল হয়।

.সৎগুরু কি পদ্ধতিতে (কভাবে) দীক্ষা দেন ?

উত্তর :-

প্রথমে ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি -32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু - মহাপুরুষ এর নকিটে গিয়ে - বহুদিন তার সঙ্গে করে, বহু দিন তার সেবা করে, সেই মহাপুরুষ সেবাতো সন্তুষ্ট হয়েছেন এইরকম বুঝার পরে, সময়ানুকূল দেখেই তার নকিটে "দীক্ষা" প্রার্থনা করে, তিনি যদি "দীক্ষা" দিতে সম্মত হন --->> তারপর সেই 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির "সমাধিযোগে দ্বিষদৃষ্টি এর দ্বারা " কমপক্ষে তিনি জন্ম এর "ধর্ম

যুক্ত কর্ম ও আধার এবং ধর্মস্থিতি " দখে - সেই ব্যাক্তরি উপযুক্ত "মন্ত্র - গায়ত্রী - ব্রহ্মবদ্যা" পশ্চত্নাদ থেকে শাস্ত্রানুসারে নরিণয় প্রথম করে 1 তারপর সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিতি ব্যাক্তরি গ্রহ-নক্সত্র অনুসারে একান্তই তার শুভ তথি-দিনি দখে "দীক্ষার" পদ্ধতি শুরু করেন 1

সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিতি ব্যাক্তকি প্রথম বশে কিছুদিন "নাম , জপ ,স্তব-স্তুতি , আসন , স্নান , ব্রত , সুর্যযোগ,নাদানুসন্ধান, অজপা ক্রিয়া ,পুনশ্চরণ , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠ, কীর্তন , স্মরণ-মনন" ইত্যাদি একে একে করানো হলে তার পর সেই ব্যাক্তিকতটা "মূল দীক্ষা" এর কতটা উপযুক্ত হয়েছে তার পরীক্ষা হয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে 1

সেই ব্যাক্তিকতটা "মূল দীক্ষা" এর কতটা উপযুক্ত হয়েছে এটা দখেতে হয় -- যদি দেখা যাই যে উপযুক্ত হয়েছে তবে "মূল দীক্ষা" এর পদ্ধতি শুরু হয় 1

আর যদি দেখা যাই যে উপযুক্ত হয় নি তাহলে পুনরায় "নাম , জপ ,স্তব-স্তুতি , আসন , স্নান , ব্রত , সুর্যযোগ,নাদানুসন্ধান, অজপা ক্রিয়া ,পুনশ্চরণ , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠ, কীর্তন , স্মরণ-মনন" ইত্যাদি একে একে করানো হয় ততদিন পর্যন্ত যতদিন না সে "মূল দীক্ষার" উপযুক্ত হয় 1

একান্তই সেই ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিতি ব্যাক্তরি শুভ তথি-দিনি দখে "মূল দীক্ষার" দিনে প্রথম গুরুদেবে নজি উত্তর দকি মুখ করে বসে এবং শিষ্য রূপি ব্যাক্তকি পূর্ব দকি মুখ করে বসতে হয় শাস্ত্রানুসারে , তারপর 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ তার দ্বিয যোগবলে " পশ্চত্নাদ " থেকে শিষ্য রূপি ব্যাক্তরি ধর্ম যুক্ত কর্ম ও আধার এবং ধর্মস্থিতি উপযুক্ত "বীজমন্ত্র" নামিয়ে নিয়ে এসে শিষ্য রূপি ব্যাক্তরি ডানকরণে (মহাশিষ্য হলে তার বামকরণে) দ্বিয যোগবলে প্রতিষ্ঠিতি করিয়ে - সেই মন্ত্রকে " মূলাধার - অনাহত- আজ্ঞা চক্রে " সর্বদা জন্মে প্রতিষ্ঠিতি করে দেন ----

1."মূলাধার" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিতি করা মাত্র কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রত হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে), [সৎগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কেউ নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মকি মোক্ষদায়ী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রত করতে পারে না]

2. "অনাহত" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিতি করা মাত্র শিষ্য এর শরীরে "অনাহত মন্ত্র ধ্বনি" জাগ্রত হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায়) , [সৎগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কেউ নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মকি মোক্ষদায়ি অনাহত মন্ত্র ধ্বনি জাগ্রত করতে শুনতে পায় না]

3."আজ্ঞা চক্রে" এ "পশ্চত্নাদ বীজমন্ত্র" প্রতিষ্ঠিতি করা মাত্র শিষ্য এর দ্বিযদৃষ্টির উন্মলিতি হয়ে যায় (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বহু দ্বিয দর্শন আরম্ভ হয়ে যায়) ,[দ্বিযদৃষ্টির এর উপর জন্মাতরনি 16 টা আবরণ এর মধ্যে শুধু একটা আবরণ বাকি থাকে - সেটা শিষ্যকে নজি সাধনা করে খুলতে হয়- আর 15 টা আবরণ মহান সৎগুরু -মহাপুরুষ তার দ্বিয যোগবলে খুলে দেন 1 দ্বিযদৃষ্টির এর উপর জন্মাতরনি 16 টা আবরণ সৎগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পেয়ে কেউ নজি নজিে বহু জন্ম সাধনা করলেও খুলতে পারে না তাই শাস্ত্র লিখেছে যে - " চক্ষু উন্মলিতিং যনে তস্মায়শ্রী গুরুবহে নমঃ 11 "]

4. "মূলাধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুসুন্মাতে ব্রহ্মবদ্যা সর্বদা এর জন্মে প্রতিষ্ঠিতি করে দেন 1 (সেটা শুদ্ধআধার যুক্ত শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

আত্মসূর্য এর দর্শন করতে পারে এবং এই আত্মসূর্য সর্বদা তাকে ভতির থেকে পথ দিতে থাকবে) , [সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পয়ে কটে নজি নজি বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিকি মোক্ষদায়ি আত্মসূর্য কখনো দিতে পায় না]

5. গায়ত্রী মন্ত্র লাভ : 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ "মূল দীক্ষার" সময় মূল গায়ত্রী মন্ত্র দানে তাতে শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে "দ্বিজিত্ব" প্রাপ্তি হয় - তার ফলে শিষ্য সামাজিকি ভাবে যে জাতিতেই জন্ম নকে না কেনে সে "দ্বিজিত্ব" প্রাপ্তি হতে শাস্ত্রোক্ত সব পূজা -হোম এ অধিকারী প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রোক্ত সব কর্মের অধিকারী হয় 1

32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে "মূল দীক্ষা" প্রাপ্তিতে উপরুক্ত মহান অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও মোক্ষপথের অধিকারী হয় 1 যটো 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে "মূল দীক্ষা" প্রাপ্তি ছাড়া কখনোই সম্ভব হয় না - কোনো কিছুতেই না - কোনো ভাবেই হয় না 1 এটা একমাত্র বদোন্তের শাস্ত্র বধিান এ দ্বারা প্রাপ্তি হয় 1

তাই সংগুরুর নকিট "মূল দীক্ষা" না পয়ে বা প্রকৃত গুরুকরণ না করে যদি কটে নজি নজি বহু জন্ম সাধনা করলেও নসিকাম ধার্মিকি মোক্ষদায়ী বদ্বি না পয়ে কারো আত্মগতি লাভ কোনো কারণেই হয় না 1 তাই কটে যদি ভাবে যে আমিকাল্পনকি দীক্ষা বা প্রকৃত গুরুকরণ না করে নিয়ে ধর্ম - আত্মজ্ঞান লাভ করবো তার তুলনায় মূর্খ খুব কম হবে 1

তাই বার বার বলা হচ্ছে যে নজিরে বুদ্ধিতে না চলে শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলে কখনো আত্ম প্রতারনার শিকার হতে হয় না 1 তাই বদোন্তে 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু -মহাপুরুষ এর নকিটে দীক্ষার বধিান দেওয়া আছে 1

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে নজিরে বুদ্ধিতে না চলে বদোন্তের শাস্ত্র বুদ্ধিতে চলা 1

তাহলে স্তর অনুসারে শিষ্যের কর্তব্য মূল দীক্ষা পর্যন্ত :-----

1. পূরণ রূপে ধর্ম আচরণ
 2. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ সন্ধান
 3. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সবো দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন
 4. 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান মহাপুরুষ এর সবো দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন দ্বারা দীক্ষার সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া
 5. মহাপুরুষ এর আদেশে এ প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ (নামদীক্ষা , জপদীক্ষা , স্তব- স্তুতিদীক্ষা , আসনদীক্ষা , ব্রতদীক্ষা , সুর্যযোগদীক্ষা , নাদানুসন্ধানদীক্ষা , অজপা ক্রিয়াদীক্ষা , পুনশ্চরণদীক্ষা , শাস্ত্রজ্ঞানপাঠদীক্ষা , ইত্যাদি 24 প্রকারের দীক্ষা আছে " -- এগুলিকে প্রাথমিক দীক্ষা বলে)
 6. প্রাথমিক দীক্ষা দ্বারা মূল দীক্ষা এর উপযুক্ত যোগ্যতা লাভ
 7. মূল দীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ ("মন্ত্র - গায়ত্রী - ব্রহ্মবদ্বি- দ্বিচকুষুলাভ - আত্মসূর্য এর দর্শন-অন্যত মন্ত্র ধ্বনি লাভ)
- এই উপরুক্ত ৭ টি স্তর ক্রমান্বয়ে পার করে "মূল দীক্ষা" লাভ হয় 1
- অনেকে আবার প্রাথমিক দীক্ষা গুলির কোনো একটা বা দুটো প্রাথমিক দীক্ষা লাভ করে এটাকেই মূল দীক্ষা ভেবে ভুল করবেন না 1 কারণ প্রাথমিক দীক্ষা শুধু মূলদীক্ষা লভের উপযুক্ত যোগ্যতা করে -- এই গুলিকে মূল দীক্ষা বলে না 1

কোনো কোনো অবস্থায় শুধু "বীজমন্ত্র - গায়ত্রী-কছি ক্রিয়া" দীক্ষাকণ্ডে
প্রাথমিক দীক্ষা বলে - যদি না ওই দীক্ষা গুলির সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি
জাগরণ , অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং দ্বিষচুক্শুলাভ" না
হয় ।

মোট কথা বীজমন্ত্র - গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা এর সঙ্গে সঙ্গে "কুলকুণ্ডলিনী
মহাশক্তি জাগরণ , অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য এর দর্শন এবং
দ্বিষচুক্শুলাভ" হল বা গুরুদেবে কৃপা করে দিলেই একমাত্র তাকেই " মূলদীক্ষা /
ব্রহ্মদীক্ষা " বলা হবে শাস্ত্র অনুসারে ।

" মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " লাভ করলে অবশ্যই উপরোক্ত সব লাভ হবেই ল
যার " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা " হয়েছে তার অবশ্যই "কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি
জাগরণ , বীজমন্ত্র - গায়ত্রী- ক্রিয়াদীক্ষা , অনাহত মন্ত্র ধ্বনি লাভ , আত্মসূর্য
এর দর্শন এবং দ্বিষচুক্শুলাভ" হয়েছে জানতে হবে ।

যদি কারো না হয়েছে তাহলে জানতে হবে যে তার এখনো " মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা
" হয় নি , শুধু প্রাথমিক দীক্ষাই হয়েছে ।

4. সৎগুরু এর নিকটে "মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা" প্রাপ্তির পর কিকি লাভ হয় ?
উত্তর :-

1. কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ঘটে
2. ইষ্টমন্ত্র রূপি জন্ম- জন্মের বীজমন্ত্র লাভ হয়
3. গায়ত্রী মন্ত্র লাভ হয়
4. আত্মক্রিয়া বদ্বিষা লাভ হয়
5. অনাহতধ্বনি লাভ হয়
6. অজপা লাভ হয়
7. আত্মসূর্যের দর্শন লাভ হয়
8. দ্বিষচুক্শুলাভ বা দ্বিষদৃষ্টির উপর 16 এর মধ্যে 15 টা আবরণ উন্মোচন
হয়
9. ব্রহ্মবদ্বিষা লাভ হয়
10. মূলধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাত্রে ব্রহ্মবদ্বিষা সর্বদা এর
জন্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়
11. পরম মোক্ষ এর পথ লাভ হয়
12. গুরু নিজের সঙ্গে শিষ্যকে যুক্ত করে - মোক্ষ পর্যন্ত গুরুর সঙ্গে করুনা
সম্পদ লাভ হয়
13. দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজিত্ব প্রাপ্তি হয়
14. " কারণশরীর " জাগ্রত হওয়া শুরু হয়ে যায়
15. " সুক্ষ্মশরীর বা প্রতেশরীর " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
16. অমাকলা-চন্দ্রাসুখা লভার পথ খুলে যায়
17. " সঞ্চিতকর্ম " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
18. " আরাধককর্ম " এর পথ চরিতরে বন্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায়
19. জন্ম- জন্মের কবে আমার "ইস্ট" ও " লক্ষ্য " - সটো চিনতে বা জানতে পারা
যায়
20. সদা-সর্বদা জন্মে আমার "ইস্ট " আমার সগেই আছে এটা অনুভব করা যায়

21. চন্ডিতার চপলতা ও দক্িভ্ৰষ্টিতা দূর হয়এ এক সুষম ধারা ও দকি তরৈি হয়

22. গুরুশক্তিৰি প্ৰভাবে ধৰ্মমে প্ৰকৃত দৃঢ়তা তরৈি হয়

23. গুরু শক্তিৰি সুরক্ষা তরৈি সবদকি দয়িএ

24. গুরুর কৃপা দৃষ্টিলাভ হয়

উপরুক্ত এই 24 প্ৰकार এর परबिर्तन शुरू हयए याय-- 32 लक्षण सम्पन्न महान सङ्गुरु -महापुरुष এর नकिटे "मूलदीक्षा / ब्रह्मदीक्षा" हওয়া सङ्गते सङ्गते 1 ताहले आमादरे प्प्रत्येकरे चन्तिा करा उचति ये ---

১.যনি নিজিএ মুক্তিলাভ করেনে নি --তনিকি ককরএ মুক্তিৰি পথ দখএবনে ???

২. যার নজিএ কুণ্ডলী জাগ্ৰত হয় নতিনিকিভাবে অপরএ কুণ্ডলী জাগ্ৰত করবনে ???

৩.যার নজিএ দবিষদৃষ্টিলাভ হয় নতিনিকিভাবে অপরএ দবিষচক্ষু এর আবরণ দূর করবনে ???

৪.যার নজিএ চন্ডিতার চপলতা ও দক্িভ্ৰষ্টিতা দূর হয় নি, সএ অপরএ চন্ডিতার চপলতা ও দক্িভ্ৰষ্টিতা দূর কিভাবে করবনে ???

৫.যার নজিএ মূলাধার থকএ সাহস্ৰার " পর্যন্ত সমস্থ সুষুন্মাতএ ব্ৰহ্মবদিয়া সৰ্বদা এর জন্যএ প্ৰতিষ্টিতি হন নতিনিকি অপরএ কিভাবে করবনে ???

৬. যার নজিএ আত্মসূৰ্য্যর দৰ্শন লাভ হয় নি,,, সএ কিভাবে অপরকএ আত্মসূৰ্য্যর দৰ্শন লাভ কিভাবে করবনে ???

৭. যার নজিএ আত্মক্ৰিয়া বদিয়া লাভ হয় নতিনিকিভাবে অপরকএ আত্মবদিয়া দবিনে ???

তাই শাস্ত্ৰ থকএ জানুন , যার এই গুলো নজিএ লাভ হয় নি সএ কিভাবে সমাজএ মধ্যএ কিছু ধৰ্মপ্ৰাণলোককএ ধৰ্মএ নাম প্ৰতারণা করছে ????

তাই বদৈকি প্ৰকৃত শাস্ত্ৰ জ্ঞান লাভ করএ নজিকএ আত্মউন্নতির পথে নয়িএ চলুন যার নজিকএ ধৰ্মএ গ্লানি থকএ , প্ৰতারণা থকএ দূরএ রাখুন 1

শবৈ মন্ত্ৰ, শক্তি মন্ত্ৰ, বষ্টিমন্ত্ৰ,গণশৈ মন্ত্ৰ, সূৰ্য্য মন্ত্ৰ বা যএ কোন দবৈদবৌর বীজমন্ত্ৰএ দীক্ষা এ সব তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰএই অন্ত্ৰগত তবএ বদৈএ সূৰ্য্য গায়.ত্ৰী মন্ত্ৰ বদৈকি মন্ত্ৰ । তন্ত্ৰকৃত বীজমন্ত্ৰএ দীক্ষা+ বীজগায়.ত্ৰী ছাড়া ব্ৰহ্মজ্ঞান এর পথে সাধনএ উন্নতিকরা সম্ভব নয়. []---তৰ্ক- যুক্ততিএ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই বদৈকি ধৰ্মআচার-অনুশাসন এর সঙ্গএ তন্ত্ৰকৃত দীক্ষা ও সাধনা এবং বদৈকি ব্ৰহ্মবদিয়ার কঠোর যোগ সাধনার দ্বারা ই ব্ৰহ্ম-জ্ঞানএ বকিাশ হয়। ব্ৰহ্ম-জ্ঞান লাভ করার জন্যএ তন্ত্ৰ এবং বদৈকি—এই দুই পদ্ধতির সমন্বযএ মানসকি ও আধ্যাত্মকি ধৰ্মআচার-অনুশাসন এবং সাধনার প্ৰয়োজন। তাই তন্ত্ৰ বাদ দয়িএ শুধু বদৈকি অথবা বদৈকি বাদ দয়িএ শুধু তন্ত্ৰ সাধনায. পূৰ্ণব্ৰহ্ম জ্ঞানলাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়. । তাই তন্ত্ৰ + বদৈকি ধৰ্মআচার-অনুশাসন এবং সাধনার —এই দুই পদ্ধতির সমন্বযএ পূৰ্ণব্ৰহ্ম জ্ঞানলাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব ।

(বলা বাহুল্য যএ তন্ত্ৰএ আভিচারকি দকি সম্পূৰ্ণরূপএ পরতি্যাগ করযি। শুধু শুদ্ধ-দবিষ শবৈ্যাগমতন্ত্ৰএ বীজ+ গায়.ত্ৰী এবং সাধনা অত্য়ন্ত আবশ্যক)

সংগুরু এর নকিটে "মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা" প্রাপ্তির পর ককি লাভ হয় ? উত্তর :- 1.কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগরণ ঘটে 2.ইষ্টমন্ত্র রূপজন্ম- জন্মের বীজমন্ত্র লাভ হয় 3.গায়ত্রী মন্ত্র লাভ হয় 4.আত্মকরুণা বদ্বি লাভ হয় 5.অনাহতধ্বনিলভ হয় 6.অজপা লাভ হয় 7. আত্মসূর্যের দর্শন লাভ হয় 8. দ্বিচক্ৰালাভ বা দ্বিচক্ৰটির উপর 16 এর মধ্যে 15 টা আবরণ উন্মোচন হয় 9. ব্রহ্মবদ্বি লাভ হয় 10.মূলাধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাত্রে ব্রহ্মবদ্বি সর্বদা এর জন্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় 11.পরম মোক্ষ এর পথ লাভ হয় 12 গুরু নজিরে সঙ্গে শিষ্যকে যুক্ত করে - মোক্ষ পর্যন্ত গুরুর সঙ্গে করুনা সম্পদ লাভ হয় 13. দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিজিত্ব প্রাপ্তি হয় 14. "কারণশরীর" জাগ্রত হওয়া শুরু হয়ে যায় 15. "সূক্ষ্মশরীর বা প্রতেশরীর " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায় 16. অমাকলা-চন্দ্রাসুধা লভের পথ খুলে যায় 17. "সঞ্চিতকর্ম " দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায় 18. "আরাধকর্ম" এর পথ চরিতরে বন্ধ হওয়া শুরু হয়ে যায় 19. জন্ম- জন্মের কএ আমার "ইস্ট" ও " লক্ষ্য" - সটো চিন্তে বা জানতে পারা যায় 20 সদা-সর্বদা জন্মে আমার "ইস্ট " আমার সগেই আছে এটা অনুভব করা যায় 21. চিন্তার চপলতা ও দক্ভ্রষ্টতা দূর হয়ে এক সুখম ধারা ও দকি তৈরি হয় 22. গুরুশক্তির প্রভাবে ধর্মে প্রকৃত দৃঢ়তা তৈরি হয় 23. গুরু শক্তির সুরক্ষা তৈরি সবদকি দিয়ে 24. গুরুর কৃপা দৃষ্টি লাভ হয় উপরুক্ত এই 24 প্রকার এর পরবর্তন শুরু হয়ে যায়-- 32 লক্ষণ সম্পন্ন মহান সংগুরু - মহাপুরুষ এর নকিটে "মূলদীক্ষা / ব্রহ্মদীক্ষা" হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই 1 তাহলে আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত যে --- ১.যনি নজিরে মুক্তি লাভ করেন নি --তনিকি করে মুক্তির পথ দেখবেন ??? ২. যার নজিরে কুণ্ডলী জাগ্রত হয় নতি তনিকি ভাবে অপররে কুণ্ডলী জাগ্রত করবেন ??? ৩.যার নজিরে দ্বিচক্ৰালাভ হয় নতি তনিকি ভাবে অপররে দ্বিচক্ৰ এর আবরণ দূর করবেন ??? ৪.যার নজিরে চিন্তার চপলতা ও দক্ভ্রষ্টতা দূর হয় নি , সে অপররে চিন্তার চপলতা ও দক্ভ্রষ্টতা দূর কি ভাবে করবেন ??? ৫.যার নজিরে মূলাধার থেকে সাহস্রার " পর্যন্ত সমস্ত সুষুন্মাত্রে ব্রহ্মবদ্বি সর্বদা এর জন্মে প্রতিষ্ঠিত হন নতি তনিকি অপররে কি ভাবে করবেন ??? ৬. যার নজিরে আত্মসূর্যের দর্শন লাভ হয় নি,,, সে কি ভাবে অপরকে আত্মসূর্যের দর্শন লাভ কি ভাবে করবেন ??? ৭. যার নজিরে আত্মকরুণা বদ্বি লাভ হয় নতি তনিকি ভাবে অপরকে আত্মবদ্বি দ্বি দ্বি ??? তাই শাস্ত্র থেকে জানুন , যার এই গুলো নজিরে লাভ হয় নি সে কি ভাবে সমাজের মধ্যে কিছু ধর্মপ্রাণলোককে ধর্মে নাম প্রতারণা করছে ??? তাই বৈদিক প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে নজিকে আত্মউন্নতির পথে নিয়ে চলুন যার নজিকে ধর্মে গ্লানি থেকে , প্রতারণা থেকে দূরে রাখুন ।